ফড়িং
আর
পিঁপড়ে

ফড়িং আর পিঁপড়ে

জর্জীয় উপকথা

ছবি এঁকেছেন গ. ফিলিপ্পভস্কি

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো
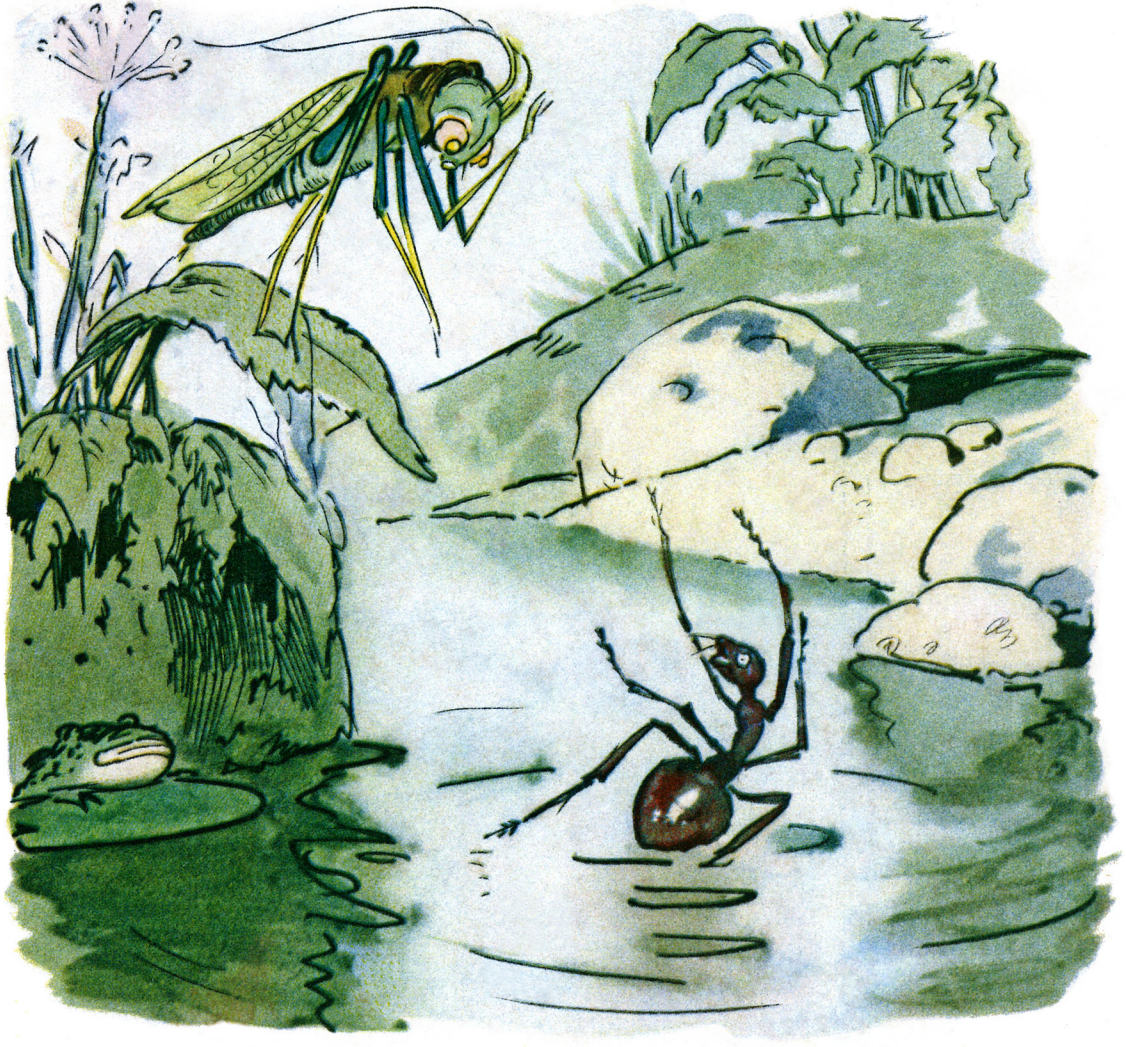
এক সময় এক পিঁপড়ে আর এক ফড়িং-এ দেখা। দেখতে-দেখতে তারা প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠলো আর পৃথিবীটা দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়লো দুজনে। যখন তারা একটা ঝরণার ধারে এলো ফড়িং জিজ্ঞেস করলো:

'আমি তো লাফিয়ে এটা পার হতে পারবো, কিন্তু তোমার কি হবে, ভাই পিঁপড়ে?'

'আমিও লাফিয়ে এটা পার হতে পারি।'

সোঁ! ফড়িং গিয়ে উপস্থিত হলো অন্য পাড়ে।

ঝপ! পিঁপড়ে গিয়ে পড়লো জলে। জলের স্রোত বেচারা ছোট্ট পিঁপড়েকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো আর সে চেঁচাতে লাগলো:

'বাঁচাও! বাঁচাও, ভাই ফড়িং! জল থেকে তোলো আমাকে!'

উড়তে-উড়তে লাফাতে-লাফাতে শূয়োরের সঙ্গে দেখা হলো ফড়িং-এর।

'লক্ষ্মী ভাই শূয়োর, কিছুটা তোমার লোম দাও। তোমার লোম থেকে দড়ি বানিয়ে জলে ফেলবো আর তাই দিয়ে আমার পিঁপড়ে ভাইকে টেনে তুলবো।'

শূয়োর বললো:

'আগে আমার জন্যে কিছু ওক গাছের ফল নিয়ে এসো। তারপর যত চাও তত লোম তোমায় দেবো।'

উড়তে-উড়তে লাফাতে-লাফাতে ফড়িং চললো ওক গাছের কাছে।

‘ওক গাছ, ওক গাছ, তোমার ফল দাও! তোমার ফলগুলো শূয়োরকে আমি দেবো, শূয়োর দেবে আমায় লোম, সেই লোম থেকে বানাবো আমি দড়ি, সেই দড়িটা ফেলবো আমি জলে আর তাই দিয়ে টেনে তুলবো আমার পিঁপড়ে ভাইকে।’

ওক গাছ বললো :

‘একটা কাক কেবলই আমার ওপর বসে থাকে, কা-কা করে দারুণ চেঁচায়, তাকে বলো আমাকে বিরক্ত না করতে, তাহলে তোমায় কিছু ফল দেবো।’

উড়তে-উড়তে লাফাতে-লাফাতে ফড়িং চললো কাকটার কাছে।

‘কাক, কাক, তুমি ভাই ওক গাছটা ছেড়ে যাও! তুমি গেলে পর ওক গাছ আমায় দেবে ফল, সে ফল আমি নিয়ে যাবো শূয়োরের কাছে, শূয়োর দেবে আমায় লোম, সেই লোম থেকে বানাবো আমি দড়ি, সেই দড়িটা ফেলবো আমি জলে আর সেটা দিয়ে টেনে তুলবো আমার পিঁপড়ে ভাইকে।’

কাক বললো:

‘আমায় একটা টাটকা ডিম এনে দাও, তাহলে আমি ওক গাছ ছেড়ে যাবো।’

উড়তে-উড়তে লাফাতে-লাফাতে ফড়িং চললো এক মুরগীর কাছে।

'মুরগী ভাই, মুরগী ভাই, একটা ডিম দাও আমায়। ডিমটা আমি নিয়ে যাবো কাকের কাছে, কাক তাহলে ওক গাছ ছেড়ে চলে যাবে, ওক গাছ দেবে আমায় ফল, সেই ফল নিয়ে যাবো আমি শূয়োরের কাছে, শূয়োর দেবে আমায় লোম, সেই লোম থেকে বানাবো আমি দড়ি, দড়িটা ফেলবো আমি জলে আর তাই দিয়ে টেনে তুলবো আমার পিঁপড়ে ভাইকে।'

মুরগী বললো:

'আমায় কিছু ধান এনে দাও, তাহলে তোমার জন্যে আমি একটা ডিম পাড়বো।'

উড়তে-উড়তে লাফাতে-লাফাতে ফড়িং চললো বড় একটা মরাইতে, যেখানে ধান ছিলো মজুত।

'মরাই, মরাই, কিছু ধান আমায় দাও। সে-ধান নিয়ে যাবো আমি মুরগীর কাছে, মুরগী আমার জন্যে পাড়বে একটা ডিম, ডিমটা নিয়ে যাবো আমি কাকের কাছে, কাক তাহলে ছেড়ে যাবে ওক গাছ, ওক গাছ দেবে আমায় ফল, সেই ফল নিয়ে যাবো আমি শূয়োরের কাছে, শূয়োর দেবে আমায় লোম, সেই লোম থেকে বানাবো আমি দড়ি, সেই দড়িটা ফেলবো আমি জলে আর সেটা দিয়ে টেনে তুলবো আমার পিঁপড়ে ভাইকে।'

মরাই বললো:

'এখানকার ইঁদুরগুলো দারুণ পাজি। আমার আনাচে-কানাচে তারা কামড়ায়। তাদের বারণ করো, তাহলে তোমায় আমি কিছু ধান দেবো।'

উড়তে-উড়তে লাফাতে-লাফাতে ফড়িং চললো ইঁদুরের কাছে।

'ইঁদুর ভাই, ইঁদুর ভাই, মরাইকে তুমি কামড়ো না। তাহলে মরাই দেবে আমায় ধান, সেই ধান নিয়ে যাবো আমি মুরগীর কাছে, মুরগী আমার জন্যে পাড়বে একটা ডিম, সেই ডিম নিয়ে যাবো আমি কাকের কাছে, কাক তাহলে ছেড়ে যাবে ওক গাছ, ওক গাছ দেবে আমায় ফল, সে ফল আমি নিয়ে যাবো শূয়োরের কাছে, শূয়োর দেবে আমায় লোম, সেই লোম থেকে বানাবো আমি দড়ি, সেই দড়িটা ফেলবো আমি জলে আর সেটা দিয়ে টেনে তুলবো আমার পিঁপড়ে ভাইকে।'

ইঁদুর বললো:

'বেড়ালকে বলো আমায় যেন তাড়া না করে, তাহলে আর মরাইকে আমি কামড়াবো না।'

উড়তে-উড়তে লাফাতে-লাফাতে ফড়িং চললো বেড়ালের কাছে।

'বেড়াল ভাই, বেড়াল ভাই, ইঁদুরকে তুমি তাড়া করো না। ইঁদুর তাহলে মরাইকে কামড়াবে না। মরাই দেবে আমায় ধান, সেই ধান নিয়ে যাবো আমি মুরগীর কাছে, মুরগী আমার জন্যে পাড়বে একটা ডিম, সেই ডিম নিয়ে যাবো আমি কাকের কাছে, কাক তাহলে ছেড়ে যাবে ওক গাছ, ওক গাছ দেবে আমায় ফল, সে ফল আমি নিয়ে যাবো শূয়োরের কাছে, শূয়োর দেবে আমায় লোম, সেই লোম থেকে বানাবো আমি দড়ি, সেই দড়িটা ফেলবো আমি জলে আর সেটা দিয়ে টেনে তুলবো আমার পিঁপড়ে ভাইকে।'

বেড়াল বললো:

'আমায় কিছুটা দুধ এনে দাও, তাহলে আর ইঁদুরকে আমি তাড়া করবো না।'

উড়তে-উড়তে লাফাতে-লাফাতে ফড়িং চললো গরুর কাছে।

'গরু ভাই, গরু ভাই, আমায় কিছু দুধ দাও। দুধ নিয়ে যাবো আমি বেড়ালের কাছে, বেড়াল তাহলে ইঁদুরকে আর তাড়া করবে না, ইঁদুর কামড়াবে না মরাইকে, মরাই দেবে আমায় ধান, সেই ধান নিয়ে যাবো আমি মুরগীর কাছে, মুরগী আমার জন্যে পাড়বে একটা ডিম, সেই ডিম নিয়ে যাবো আমি কাকের কাছে, কাক তাহলে ছেড়ে যাবে ওক গাছ, ওক গাছ দেবে আমায় ফল, সে ফল আমি নিয়ে যাবো শূয়োরের কাছে, শূয়োর দেবে আমায় লোম, সেই লোম থেকে বানাবো আমি দড়ি, সেই দড়িটা ফেলবো আমি জলে, আর সেটা দিয়ে টেনে তুলবো আমার পিঁপড়ে ভাইকে।'

গরু বললো:

'আমায় তুমি খানিকটা ঘাস এনে দাও, তাহলে দেবো তোমায় দুধ।'

উড়তে-উড়তে লাফাতে-লাফাতে ফড়িং চললো মাঠে। বড় এক চাবড়া ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে গেলো সে গরুর কাছে। গরু দিলো তাকে দুধ।

ফড়িং দুধ নিয়ে গেলো বেড়ালের কাছে, আর বেড়াল থামালো ইঁদুরকে তাড়া করা। ইঁদুর আর কামড়ালো না মরাইকে, আর মরাই দিলো তাকে ধান, ফড়িং সেই ধান নিয়ে গেলো মুরগীর কাছে, আর মুরগী পাড়লো তার জন্যে ডিম। ডিমটা সে নিয়ে গেলো কাকের কাছে, আর কাক ছেড়ে গেলো ওক গাছ। ওক গাছ দিলো তাকে ফল, আর ফড়িং নিয়ে গেলো সেই ফল শূয়োরের কাছে। শূয়োর দিলো তাকে লোম, আর ফড়িং সেই লোম থেকে বানালো এক লম্বা দড়ি। সেই দড়িতে একটা ঘাস বেঁধে জলের মধ্যে ফেললো সে।

'পিঁপড়ে ভাই, শক্ত করে ধরো।' সে চেঁচিয়ে বললো।

পিঁপড়ে ঘাসটা আঁকড়ে ধরলো, ফড়িং টানলো দড়িটা, আর জল থেকে তুলে আনলো পিঁপড়েকে।

তারা খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে শুরু করলো।

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

ছোট শিশুদের জন্য

অনুবাদ: রেখা চট্টোপাধ্যায়

КУЗНЕЧИК И МУРАВЕЙ